গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ

এবং

মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ১, ২০১৫ - জুন ৩০, ২০১৬

মুদ্রণ তারিখ: বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ১৭, ২০১৫

সূচিপত্র

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিকচিত্র ৩

প্রস্তাবনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি ৫

সেকশন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাব (Outcome/Impact) ৬

সেকশন ৩: কৌশলগত উদ্দেশ্য, অগ্রাধিকার, কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ ৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ (Acronyms) ১৩

সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূহ এবং পরিমাপ পদ্ধতি ১৪

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগের উপর নির্ভরশীলতা ১৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the Ministry/Division)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যত পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

বিচার ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করে জনগণের ন্যায়বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করা এ বিভাগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। সাম্প্রতিক বছরসমূহে ২৮ টি জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও ৫ টি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। সরকারি খরচে মোট ৫৬,৫২৩ জন নারী-পুরুষ-শিশুকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। মোট ২০,৭৯২ টি দেওয়ানি ও ফৌজদারী মামলা সরকারি খরচে নিস্পত্তি করা হয়েছে। মোট ১৪৯০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা এবং অধঃস্তন আদালতের কর্মচারী এবং আইন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রকার দলিলের নিবন্ধন কার্য সম্পাদন ও নিবন্ধিত দলিলের সহিমোহর নকল সংশ্লিষ্ট পক্ষকে সরবরাহ করা হয়।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

পুরাতন ভবনসমূহে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় আদালতের কার্য পরিচালিত হয়। বিচারপ্রার্থী জনগণের সংখ্যা বিবেচনায় সীমিত ভৌত অবকাঠামোর কারণে অনেক সময় আদালতের আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের বসার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। মামলার সংখ্যার তুলনায় বিচারক আনুপাতিকভাবে কম থাকায় বিচার কার্য সম্পন্ন করতে বিলম্ব হয়। বিভিন্ন কারণে বিচার বিভাগের ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

১৮০০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও ২৫০০ জন আইন কর্মকর্তা ও আদালত সহায়ক কর্মচারীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিচার বিভাগের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আরও ৩৬ টি জেলা জজ আদালত ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ ও ৫৯ টি চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে বিচার বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা ।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ৫১০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ১৭ টি আদালতকে ডিজিটাল কানেক্টিভিটির আওতায় আনয়ন;
- বিচার প্রার্থীর ০.১৪% কে সরকারি খরচে আইনি সহায়তা প্রদান;
- ০.৪৮% মামলা বিকল্প বিরোধ নিস্পত্তি (এডিআর) এর মাধ্যমে নিস্পত্তি করা; এবং
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাংবিধানিক ও আইনগত বিষয়ে ২৫০ টি মতামত প্রদান।